জাহান্নাম
সংকলন ও সম্পদনায় : তাইয়েবুর রহমান

"বিতারিত শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।"

সকল প্রানীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে এবং বিচার দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। কাজেই যে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই সফলকাম হবে এবং পার্থিব জীবন প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। সূরা ইমরান, আয়াত:১৮৫

সকল প্রানীই মৃত্যুবরন করবে, আমি তোমাদেরকে সৎ ও পাপ কাজের দ্বারা পরীক্ষা করি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে। সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৩৫

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিৎ যে, পরকালের জন্য সে কি (আমল)

পাঠিয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। সূরা হাশর, আয়াত: ১৮

বিচারের দিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি অগ্রীম কিছু (সৎআমল) পাঠাতাম! সেদিন তার (আল্লাহর) আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিতে পারবে না। সূরা ফজর, আয়াত:২৩

নিশ্চয়ই সৎলোকেরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীলোকেরা জাহান্নামে যাবে। সূরা ইনফিতর, আয়াত: ১৩

জাহান্নামীদের মৃত্যুর আযাব

ফেরেশ্তারা যখন তাদের মুখ-মন্ডলে ও পিঠে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ বের করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে৷ তারা আল্লাহর অসন্তষ্টি লাভের পথকে অনুসরন করে এবং আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের পথকে অপ্রিয় গণ্য করে, তিনি তাদের কর্মফল ব্যর্থ করে দিবেন৷ সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:২৭

তুমি যদি দেখতে, ফেরেশতাগণ অবিশ্বাসীদের মুখ-মন্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করে তাদের রূহ বের করছে এবং বলছে, যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর৷ এই শাস্তি হল তোমাদের সেই কাজের পরিণাম যা তোমরা পূর্বেই প্রেরণ করেছিলে, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর অত্যাচারী নন৷ সূরা আনফাল, আয়াত:৫০

তুমি যদি দেখতে, অত্যাচারীরা মৃত্যুযন্ত্রণার সম্মুখীন হবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর, আজ তোমাদেরকে সেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে লাঞ্ছনাময় শাস্তি দেয়া হবে, তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তার আয়াতসমূহ গ্রহণ করার ব্যাপারে অহংকার করেছিলে৷ সূরা আনআম, আয়াত:৯৩

হযরত বারা বিন আযেব রাঃ থেকে বর্ণিত৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাপাচারী বান্দার জান কবজের সময় ভীষণ চেহারার ফেরেশতারা জাহান্নাম থেকে দুর্গন্ধময় কাপড় এনে হাজির হয়৷ মউতের ফেরেশতা রুহকে হুকুম দেয় আল্লাহর আযাবের পানে বেরিয়ে আসতে৷ রুহ দেহের ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকে৷ মউতের ফেরেশতা

ভেজা তুলা থেকে কাঁটা বের করার মত টেনে রুহ বের করেন। ফলে ওই বান্দার রগগুলো ছিঁড়ে যায়।

সকল ফেরেশতারা তাকে লানত দিতে থাকে। সকলে আল্লাহকে বলে এই রুহ যেন তার দিক দিয়ে না যায়। ফেরেশতারা জাহান্নামের কাপড়ে পেঁচিয়ে তাকে উপরে নিতে থাকে। আসমানের অধিবাসীরা দেখে বলে "এই পাপাত্মা কে?" বলা হয় "অমুকের সন্তান অমুক।" দুনিয়ায় তাকে যত খারাপ নামে ডাকা হতো সেসব ধরে তাকে ডাকা হয়। আসমানের দরজাগুলো তার জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

"নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং এগুলো থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্যে আকাশের দ্বার উম্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে

প্রবেশ করবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।" (সূরা আ'রাফ-৭:৪০)

তার আমল নামা সিজ্জিনে রাখা হয়। তারপর তার রুহ তার দেহে ফেলে দেওয়া হয়। মুনকার নাকির তাকে প্রশ্ন করে। সে জবাব দিতে ব্যর্থ হয়। তার জন্য কবরে জাহান্নামের উত্তাপের ব্যবস্থা করা হয়। আর কবর সংকুচিত হয়ে গিয়ে তার পাঁজর ভাঙতে থাকে।

বিশ্রী চেহারা, বিশ্রী কাপড় ও দুর্গন্ধময় এক ব্যক্তি তার সামনে আসে। সে হলো তার বদ আমল। এক বধির ব্যক্তিকে তার শাস্তির জন্য নিযুক্ত করা হয়। সে হাতে বিরাট একমুগুর ধারণ করে যা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করলে পাহাড় গুঁড়ো হয়ে যেতো। এই মুগুর দিয়ে তাকে আঘাত করা হয়। ফলে সে গুঁড়ো হয়ে যায়। আল্লাহর আদেশে সে আবার আগের মতো হয়ে যায়। এভাবে

শাস্তি চলতে থাকে। সে দুআ করতে থাকে যেন কখনোই কিয়ামাত না হয়। মুসনাদে আহমাদ : ১৮৫৩৪

পাপীদের কবরের আযাব

হাজ্জাজ (র) ... উবাদা ইবন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করে না, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন না। তখন আয়েশা (রা) অথবা তার অন্য কোন সহধর্মিনী বললেন, আমরাও তো মৃত্যুকে পছন্দ করি না। তিনি বললেন, বিষয়টা এরূপ নয়। আসলে ব্যাপারটা হলো এই যে, যখন মুমিন বান্দার নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর সন্তষ্টি ও তার সম্মানিত হওয়ার সুসংবাদ শোনানো হয়। তখন সুসংবাদের চাইতে তার নিকট বেশী পছন্দনীয়

কিছু থাকে না৷ সুতরাং সে তখন আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করাকেই পছন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেন৷ যখন কাফিরের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির সংবাদ দেওয়া হয়৷ তখন আযাবের সংবাদের চাইতে তার কাছে অধিক অপছন্দনীয় কিছুই থাকে না৷ সুতরাং সে আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা অপছন্দ করে, আর আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা অপছন্দ করেন৷ বুখারী:৬০৬৩

আয়্যাশ ও খলীফা (র)...আনাস (রা) থেকে বর্ণিত৷ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দাকে যখন তার কবরে রাখা হয় এবং তাকে পিছনে রেখে তার সাথীরা চলে যায় তখনও সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়, এমন সময় তার কাছে দুই জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেন, এই যে মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সম্পর্কে তুমি কি বলতে? তখন সে (মুমিন ব্যক্তি) বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন তাকে বলা হবে, জাহান্নামে তোমার অবস্থানের জায়গাটি দেখে নাও, যার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলা তোমার জন্য জান্নাতে একটি স্থান নির্ধারিত করেছেন। যারা কাফের বা মুনাফেক, তারা বলবে, আমি জানি না। অন্য লোকেরা যা বলত আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি নিজে জেনেছো, না তিলাওয়াত করা শিখেছো। এরপর তার দুই কানের মধ্যবর্তী স্থানে লোহার মুগুর দিয়ে এমন জোরে আঘাত করা হবে, এতে সে চিৎকার করে উঠবে, মানুষ ও জীন ব্যতীত তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে। বুখারী:১২৫৭

মুসা ইবন ইসমাইল (র)...সামুরা ইবন জুনদাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে

বসতেন এবং জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছ কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন দেখে থাকলে তিনি তা বলতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইচ্ছা মোতাবেক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতেন। একদিন আমাদের প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখেছ? আমরা বললাম, জী না। তিনি বললেন, গত রাতে আমি দেখলাম, দুই জন লোক এসে আমার হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চলল। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে এবং অন্য এক ব্যক্তি লোহার আকড়া (কাচি) হাতে দাড়িয়ে আছে। দাড়ানো ব্যক্তি আকড়াটি বসে থাকা ব্যক্তির চোয়ালে এমন ভাবে বিদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মাথার পিছন পর্যন্ত পৌচে যাচ্ছিল। এভাবে অপর চোয়ালটিও পূর্বের মত বিদ্ধ করছিল। ততক্ষণে প্রথম চোয়াল জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আকড়াধারী ব্যক্তি পুনরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি হচ্ছে?

সাথীদ্বয় বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা পূর্বের মত জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মাথার উপর পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে? তারা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে চুলার ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্থ এবং তলদেশে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্ত মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকজনও উপরে চলে আসত যেন তারা গর্ত থেকে বের হয়ে যাবে এবং আগুন ক্ষীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তারা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে একটি রক্ত প্রবাহিত

নদীর নিকট উপস্থিত হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি ছিল। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি পাথর হাতে দাড়ানো ছিল। নদীর মাঝখানের লোকটি নদী থেকে বের হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করছিল, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরে যাচ্ছিল। এভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারন কি? তারা বললেন হ্যা, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌছে যেত। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ কুরআনের শিক্ষা দান করছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন থেকে বিরত হয়ে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী

আমল করত না। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদখোর। বুখারী:১৩০৩

কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের আযাব

বিচারের দিন তাদেরকে (অপরাধীদের) দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি ও শ্রবনশক্তিহীন এবং মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় সমবেত করবো, তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম, সেখানে যখন আগুনের তাপ হ্রাস পাবে, তখন তা বৃদ্ধি করে দেব। সূরা বনীইসরাইল, আয়াত:৯৭

মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন

সূর্যকে মানুষের অতি নিকটবর্তী করা হবে। এমনকি তা এক মাইল পরিমাণ তাদের নিকটে হবে। অতঃপর মানুষ তাদের আমল (পাপকাজ) অনুসারে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে কারও ঘাম পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারও হাটু পর্যন্ত, কারও কোমর পর্যন্ত হবে। আবার কাউকে ঘাম পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের দিকে ইশারা করলেন। মুসলিম:৭০০০

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম হতে একটি গর্দান বের হবে। এর দুটি চোখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, দুটি কান থাকবে যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে। যথা-(১) আল্লাহতা আলার সাথে

অন্য কোন কিছুকে যে ব্যক্তি ইলাহ বলে ডাকে তার জন্য, (২) প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী যালিমের জন্য, (৩) ছবি নির্মাতাদের জন্য। তিরমিযী:২৫৭৪

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সকল মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করে উঠানো হবে। এক শ্রেণী আশা পোষণকারী ও ভীত সন্ত্রস্ত। দ্বিতীয় শ্রেণী দুইজন এক উটে, তিন জন এক উটে, চার জন এক উটে এবং দশ জন এক উটে আরোহণকারী হবে। শেষোক্ত দল যেখানে যাবে আগুন তাদের সাথে থাকবে, যেখানেই আশ্রয় নিবে আগুন তাদের আশ্রয়স্থলে যাবে। মুসলিম:৬৯৯৬

জাহান্নামীদের আমলনামা

যার আমল নামা বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, হায়, আমাকে যদি আমলনামা না দেয়া হত এবং আমি যদি আমার হিসাব না জানতাম৷ হায়, আমার মৃতুই যদি শেষ হত৷ ধন-সম্পদ কোন কাজে আসেনি৷ ক্ষমতা ও কেড়ে নেয়া হয়েছে৷ বলা হবে, ধর তাকে, গলায় শিকল পড়িয়ে দাও, জাহান্নামে নিক্ষেপ কর এবং তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর৷ সে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি৷ অভাব গ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করেনি৷ কাজেই আজ তার জন্য কোন সাহায্যকারী নেই৷ তার খাদ্য হবে পুঁজ, যা অপরাধী ব্যতীত অন্য কেউ খাবে না৷ সূরা হাক্কাহ, আয়াত:২৫

উমর ইবন হাফস (র)...আদী ইবন হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত৷ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই আল্লাহ কথা বলবেন। সেদিন বান্দা ও আল্লাহর মাঝে কোন দোভাষী থাকবে না। এরপর বান্দা দৃষ্টি করে তার সামনে কিছুই দেখতে পাবেনা। সে পুনরায় তার দৃষ্টি সামনের দিকে ফেরাবে তখন তার সামনে পড়বে জাহান্নাম। তোমাদের মাঝে যে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে চায়, সে যেন একটুকরা খেজুর দিয়ে হলে ও নিজকে রক্ষা করে। বুখারী:৬০৯৬

জাহান্নামীদের বাসস্থান

সেদিন (বিচার দিবসে) অবিশ্বাসীদের জন্য ধ্বংস। (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা অবিশ্বাস করেছিলে, আজ তোমরা সে দিকে চল। তিনটি কুন্ডলীর আকারে উত্থিত ধুম্রপুঞ্জের ছায়ার দিকে চল, যে ছায়া শীতল নয়

এবং যা অগ্নিশিখার উত্তাপ হতে রক্ষা করেনা, যা অট্টালিকাতুল্য বৃহৎ অগ্নি-শিখা উৎক্ষেপ করবে। সূরামুরসালাত, আয়াত:২৮

অপরাধীদের চেহারা দেখেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে, তাদের চুল ও পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এটা সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করেছিল। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটোছুটি করবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সূরা আর রহমান,আয়াত:৪১

সেদিন তাদের কে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। বলা হবে, এ সেই আগুন যাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। একি যাদু? নাকি তোমরা দেখছনা?

তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য্যধারন কর বা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান, তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে।সূরাতুর, আয়াত:১৩

যারা বিচার দিবসকে অবিশ্বাস করে তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছি। জাহান্নামের আগুন যখন দূর থেকে তাদের কে দেখবে, তখন তারা এর গর্জন ও চিৎকার শুনতে পাবে। অতঃপর তাদেরকে হাত-পা বেধে দোজখের কোন সংকীর্ন স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যু কামনা করবে। বলা হবে, আজ তোমরা এক মৃত্যু নয়, বহু মৃত্যু কামনা কর। সূরা ফুরকান, আয়াত:১২

যারা বাম দিকে থাকবে, কত হত ভাগ্য তারা। তারা জাহান্নামে থাকবে, সেখানে উষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানি

থাকবে এবং কালো ধোয়ার ছায়া থাকবে, যা শীতল নয় এবং আরামদায়কও নয়। সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত:৪১

আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একটি বিকট শব্দ শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এ আওয়াজ কিসের? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তার রাসূল অধিক জ্ঞাত। পাথরটি জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছিল সত্তর বছর আগে। তা সত্তর বছর যাবৎ নিচে পতিত হয়ে এই মাত্র উহার তলদেশে গিয়ে পৌচেছে। মুসলিম:৬৯৬১

আবুহরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন একদিন জাহান্নাম তার প্রতিপালকের নিকট অভিযোগ করে বলল যে,

আমার এক অংশ অন্য অংশকে গ্রাস করছে। সুতরাং আল্লাহ তার জন্য দুটি নিঃশ্বাসের ব্যবস্থা করেন। এর এক টি নিঃশ্বাস শীতকালে এবং অন্যটি গ্রীষ্মকালে। শীতকালের নিঃশ্বাস যা মহারীর (শৈত্যপ্রবাহ) এবং গ্রীষ্মের নিঃশ্বাস সামূম (লুহাওয়া)। তিরমিযী:২৫৯২

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করার পর জিবরীল (আ) কে বললেন, আমি জাহান্নাম এবং জাহান্নামীদের জন্য যে আযাব তৈরী করে রেখেছি তুমি গিয়ে তা দেখে আস। তিনি সেখানে গিয়ে দেখলেন যে, এর একটি অন্যটিকে গ্রাস করছে। তিনি তা দেখার পর আল্লাহর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে ব্যক্তি এর বর্ণনা শুনবে সে এতে প্রবেশ করবেনা। তারপর আল্লাহ জাহান্নাম কে লোভ-লালসা দ্বারা ঘিরে ফেললেন। এবার জিবরীল (আ) কে

বললেন, তুমি আবার সেখানে যাও। তিনি আবার সেখানে গেলেন এবং ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের কসম! আমার ধারণা হচ্ছে যে, কেহই এ থেকে মুক্তি পাবেনা। সকলেই এতে প্রবেশ করবে। তিরমিযী: ২৫৬০

জাহান্নামীদের পোশাক

তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী রাখা হয়েছে, তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, এতে তাদের চামড়া এবং তাদের পেটে যা আছে, তা গলে যাবে। তাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য লোহার দন্ড থাকবে। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে এর মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে, (বলা হবে) যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ কর। সূরা হজ্জ, আয়াত:১৯

সেদিন তুমি অপরাধীদের হাত-পা বাধা অবস্থায় দেখবে। তাদের আলকাতরার জামা হবে এবং আগুন তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করবে। এটি এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেককে কৃতকর্মের প্রতিফল দেবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর। এটা মানুষের জন্য একবার্তা, যেন এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যেন জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণকরে। সূরা ইব্রাহীম, আয়াত:৪৯

জাহান্নামীদের খাদ্য ও পানীয়

তাদের প্রত্যেকের পরিণাম জাহান্নাম এবং তাদেরকে গলিত পুঁজ পান করানো হবে। তারা অতি কষ্টে তা পান করবে এবং তা পান করা কঠিন হয়ে পড়বে। সর্বদিক হতে তার নিকট মৃত্যু (যন্ত্রণা) আসবে, কিন্ত তার মৃত্যু

ঘটবে না এবং সে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে৷ সূরা ইব্রাহীম, আয়াত:১৬

তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ হতে আহার করবে, এর দ্বারা তোমরা পেট পূর্ন করবে৷ অতঃপর তোমরা উত্তপ্ত পানি পানকরবে৷ তৃষ্ণার্ত উটের মত পান করবে৷ সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত:৫২

যাক্কুম গাছ হবে পাপীদের খাদ্য, যা গলিত তামার মত, যা তাদের পেটের মধ্যে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে৷ আমি বলব, তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামে৷ অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দাও এবংবল, (শাস্তির) স্বাদগ্রহণকর, তুমিতো বড় সম্মানীত ব্যক্তি ছিলে৷ এই শাস্তি সম্পর্কে সন্দিহান ছিলে৷ সূরা দুখান, আয়াত:৪৩

আপ্যায়নের জন্যকি এটিই (জান্নাত) উত্তম না যাক্কুম গাছ। অপরাধীদের জন্য এটা আমি পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেছি। এইগাছ জাহান্নামের তলদেশ হতে উঠবে, এর গুচ্ছ যেন শয়তানের মাথা। অপরাধীরা এটাখাবে এবং এরদ্বারা পেট পূর্ন করবে। অতঃপর তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। পরে তাদের কে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তাদের পিতৃপুরুষগণকে বিপথগামী পেয়েছিল এবং নির্বিচারে তাদেরকে অনুসরন করেছিল। সূরা সাফফাত, আয়াত:৬২

তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে, তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে, যা তাদের পেটের নাড়িভুড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিবে। সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:১৫

তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। তাদেরকে উত্তপ্ত পানী পান করান হবে। তাদের জন্য বিষাক্ত কাটাজাতীয়

খাদ্য থাকবে, যা তাদের পুষ্টি বৃদ্ধি করবে না এবং ক্ষুধাও হ্রাস করবে না। সূরা গাশিয়াহ, আয়াত:৪

আমি অপরাধীদের জন্য আগুন তৈরী করে রেখেছি, যার আবরণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। তারা যখন পানি চাইবে তখন গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেয়া হবে, যা তাদের মুখমন্ডল ঝলসে দিবে। এটা নিকৃষ্ট পানীয় এবং আগুন কত নিকৃষ্ট আশ্রয়। সূরা কাহাফ, আয়াত:২৯

জাহান্নাম প্রতিক্ষায় থাকবে। এটা অবাধ্যদের আশ্রয়স্থল হবে। সেখানে তারা যুগের পর যুগ অবস্থান করবে। সেখানে তারা কোন শীতল জিনিস উপভোগ করবেনা এবং শীতল পানিও নয়। কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের স্বাদ গ্রহণ করবে। এটিই উপযুক্ত প্রতিফল। তারা হিসাব-নিকাশকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে

সংরক্ষণ করেছি। কাজেই তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ কর এবং তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব। সূরা নাবা, আয়াত:২১

জাহান্নামীরা জান্নাতীগণকে আহ্বান করে বলবে, আমাদেরকে কিছু পানি এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দিয়েছেন, তা হতে কিছু দান কর, তারা বলবে, আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য উভয়ই হারাম (অবৈধ) করেছেন। সূরা আরাফ, আয়াত:৫০

জাহান্নামের শাস্তি

হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে নিয়োজিত আছে

নির্মম হৃদয় ও কঠোর স্বভাবের ফেরেশ্তাগণ, আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তারা তা অমান্য করেনা এবং যা আদেশ করা হয় তাই পালন করে। সূরা তাহরীম, আয়াত:৬

উর্ধ্বদেশ ও তলদেশ হতে জাহান্নামের আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, এই শাস্তি হতে আমি আমার বান্দাগণকে সতর্ক করছি, হে আমার বান্দাগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর। সূরা যুমার, আয়াত:১৬

নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী, তাদেরকে আমি জাহান্নামে প্রবেশ করাবো, যখন তাদের চামড়া আগুনে পুড়ে যাবে, তখন তাদের চামড়া পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়। সূরা নিসা, আয়াত:৫৬

জাহান্নামীরা রক্ষীদের বলবে, তোমাদের পালনকর্তাকে বল, তিনি যেন আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি কমিয়ে দেন। তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শন সহ রাসূলগণ আসেনি? জাহান্নামীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিল, রক্ষীরা বলবে, তাহলে তোমরাই আহ্বান কর, আর (জেনে রাখ) অবিশ্বাসীদের আহ্বান ব্যর্থ হয়। সূরা মুমিন, আয়াত:৪৯

অপরাধীরা স্থায়ী ভাবে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। তাদের শাস্তি কমানো হবেনা এবং শাস্তি ভোগ করতে করতে হতাশ হয়ে পড়বে। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্ত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছে। তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালেক (জাহান্নামের প্রধানরক্ষী), তোমার পালনকর্তা আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিল, সে বলবে, তোমরা এভাবেই থাকবে। আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাদের

নিকট সত্য পৌছেছিলাম, কিন্ত তোমরা অধিকাংশই সত্য বিমুখ ছিলে৷ সূরা যুখরুফ, আয়াত:৭৪

আল্লাহ বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের সাথে তোমরাও প্রবেশ কর, যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখন নিজ সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে এবং যখন সকলে তাতে একত্রিত হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, তারাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, কাজেই তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও, তিনি বলবেন, তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, কিন্ত তোমরা জান না৷ সূরা আরাফ, আয়াত:৩৮

অবিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, যে সকল জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথ ভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে

দেখিয়ে দাও, আমরা তাদের পদদলিত করব, যেন তারা অপমানিত হয়। সূরা হামীম সিজদাহ, আয়াত:২৯

জাহান্নামীরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! দুর্ভাগ্য আমাদের ঘিরে রেখেছিল এবং আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম। এই আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। এরপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তবে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা অপমানিত হয়ে এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না।সূরা মুমিনুন, আয়াত:১০৬

তাদের বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেভাবে তোমরা এই দিনের সাক্ষাত ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। কাজেই সেদিন তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবেনা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি

লাভের কোন সুযোগ ও দেয়া হবেনা। সূরা জাসিয়া, আয়াত:৩৪

আব্দুল্লাহ ইবন রাজা (র)...নুমান ইবন বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সবচেয়ে হালকা আযাব হবে, যার দুই পায়ের তলায় দুইটি প্রজ্জ্বলিত আগুন রাখা হবে। এতে তার মগয টগবগ করতে থাকবে যেমন ডেক বা কলসী উথলায়। বুখারী:৬১১৬

আবুল ইয়ামান (র) ... আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন লোকই জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাকে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখানো হবে (যদি সে নেক কাজ করত তবে তাকে ঐঠিকানা দেওয়া হত)। যেন এতে তার আফসোস হয়। বুখারী:৬১২২

মুআয ইবন আসাদ (র) ... ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে আর জাহান্নামীগণ জাহান্নামে চলে যাবে, তখন মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে রাখা হবে। এরপর তাকে যবে করা হবে এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, হে জান্নাতীগণ! কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামীগণ! কোন মৃত্যু নেই। তখন জান্নাতীগণের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামীদের বিষন্নতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বুখারী:৬১০৫

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন দোযখবাসীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে যে দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী ছিল। অতঃপর তাকে দোজখের মধ্যে

একবার ফেলে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখন ও সুখ-শান্তি দেখেছো? তোমার কাছে কি কখন ও কোন নেয়ামত বা শান্তির উপকরন পৌচেছিল? তখন সে প্রতি উত্তরে বলবে, না, কসম আল্লাহর হে প্রতিপালক! এর বিপরীত বেহেশতবাসীদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে দুনিয়াতে সবচেয়ে সংকটময় ও কষ্টকর জীবন-যাপন করেছিল। তাকে বেহেশেতের অফুরন্ত সুখ-শান্তি দান করে অবশেষে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদমসন্তান! তুমি কি কখন ও কোন কষ্ট দেখেছো? তোমার প্রতি কি কখন ও কোন অশান্তি পৌচেছিল? প্রতি উত্তরে সে বলবে, না, আল্লাহর কসম হে প্রতিপালক! আমার উপর কখন ও কোন কষ্ট পৌছেনি আর আমি কখন ও কোন কষ্ট দেখিনি। মুসলিম:৬৮৮৫:

সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দোযখীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, দোযখের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌছবে। তাদের মধ্যে কারো হাটু পর্যন্ত আগুন পৌছবে, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো গর্দান পর্যন্ত পৌছবে। মিশকাত:৫৩০৩

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দোযখে দোযখীদের দেহ হবে প্রকান্ড ও বিরাট। তাদের কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত ব্যবধান হবে সাতশত বছরের দুরত্ব, গায়ের চামড়া হবে সত্তরগজ মোটা এবং এক একটি দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত। মিশকাত:৫৩২২

আবুহুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দোযখের মধ্যে অবিশ্বাসীদের

গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ। মিশকাত:৫৩০৭

আবুসাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দোযখী ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচন্ড তাপে তার মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে উপরের ঠোঁট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌছবে এবং নিচের ঠোঁট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। মিশকাত:৫৩১৬

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হতভাগ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি দোযখে যাবে না। জিজ্ঞেস করাহল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে

না এবং তার নাফরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না। মিশকাত:৫৩২৫

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে মানব সকল! তোমরা আল্লাহর ভয়ে খুব বেশি বেশি কাঁদো। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে কাঁদার রূপ ধারণ কর। কেননা দোযখীরা দোযখের মধ্যে কাঁদতে থাকবে, এমনকি পানির প্রবাহের ন্যায় তাদের চেহারায় অশ্রুপ্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রু শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, এতে তার দু'চোখে এমন গভীর ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালানো হয়, তবে তাও চলবে। মিশকাত:৫৩১৭

কেন এবং কারা জাহান্নামে যাবে?

আমি বহুজ্বিন এবং মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টিকরেছি৷ তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য) বোঝে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য) দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য) শোনে না, তারা পশুর মত, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত৷ তারাই উদাসীন৷ সূরাআরাফ, আয়াত:১৭৯

জান্নাতিরা অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা কেন জাহান্নামে এলে? তারা বলবে, আমরা নামায পড়তামনা, অভাবীকে খাবার দিতামনা, যারা অনর্থক কথা বলে তাদের সাথে অনর্থক কথা বলতাম, কর্মফল দিবসকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলাম৷ সূরা মুদ্দাসির, আয়াত:৪১

একে অপর থেকে বেশী ধন-সম্পদ লাভের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (সত্য থেকে) উদাসীন করে রেখেছে৷ আর এই অবস্থায়ই তোমরা কবরে পৌছে যাও৷ তোমাদের সত্য জ্ঞান থাকলে এরূপ করতে না৷ এটা ঠিক নয়, তোমরা শীগ্রই তা জানতে পারবে৷ আবার শোন, এটা ঠিক নয়, তোমরা শীগ্রই তা জানতে পারবে৷ অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে৷ আবার শোন, তোমরা তা এমন ভাবে দেখবে, যা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হবে৷ সেদিন সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে৷ সূরাতাকাসুর, আয়াত:১

ধ্বংস তাদের, যারা সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে৷ যে অর্থ জমা করে ও বারবার গণনা করে৷সে ভাবে যে, তার অর্থ তার সাথে চিরদিন থাকবে৷ কখন ও না৷ তাকে হুতামায় প্রবেশ করানো হবে৷ তুমি কি জান হুতামা কি? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন, যা হৃদয়কে

গ্রাস করবে৷ সেখানে তাদেরকে সুদীর্ঘ খুটিতে বেধে রাখা হবে৷ সূরা হুমাযা, আয়াত:১

যারা স্বর্ণ ও রূপা সঞ্চিত করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও৷ সেদিন জাহান্নামের আগুনে এটি উত্তপ্ত করা হবে এবং এর দ্বারা তাদের কপালে, শরীরের উভয় পাশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, (বলা হবে) এটিতা, যা তোমরা নিজের জন্য সঞ্চয় করেছিলে, কাজেই এর স্বাদ গ্রহণ কর৷ সূরা তওবাহ, আয়াত:৩৫

যারা পাপকাজ করে তারা অনুরূপ প্রতি ফল পাবে এবং তাদেরকে লাঞ্ছনা আচ্ছন্ন করবে৷ তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ সূরা ইউনুস, আয়াত:২৭

যারা অবিশ্বাস করে, ভোগ-বিলাশে মগ্ন থাকে এবং জীব-জন্তর মত পেটভর্তি করে তাদের স্থান জাহান্নাম। সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:১২

ভোগ-বিলাসের অধিকারী অবিশ্বাসীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও। আমার নিকট শৃঙ্খল, প্রজ্বলিত আগুন, গলায় আটকে যায় এমন খাদ্য এবং যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি রয়েছে। সূরা মুযাম্মিল, আয়াত:১১

যেদিন অবিশ্বাসীদেরকে জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হবে, সেদিন বলা হবে, তোমরা পার্থিব জীবনেই পূর্ণ সুখ-শান্তি ভোগ করে নিয়েছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে। তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে অহংকার করতে এবং পাপ কাজ করতে। সূরা আহকাফ, আয়াত:২০

জাহান্নামের রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে, হ্যাঁ আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করেছিলাম এবং বলে ছিলাম, আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা বড় ভুলের মধ্যে ছিলে। তারা আরও বলবে, যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম ও বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তাহলে জাহান্নামবাসী হতাম না। সূরা মুলক, আয়াত:৮

মুসাদ্দাদ (র) ... উসামা ইবন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জাহান্নামের দরজায় দাড়ালাম, সেখানে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই নারী। বুখারী:৬১০৪

আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই শ্রেণী দোযখের

বাসিন্দা হবে যাদেরকে আমি দেখিনি। একদল যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় দড়ি থাকবে, তা দিয়ে তারা মানুষকে পিটাবে। আর এক শ্রেণীর নারী, যারা পাতলা কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ প্রায়, মানুষকে আকৃষ্টকারিনী, নিজেরাও পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট, তাদের মাথা উটের ঝুকে পড়া কুহানের ন্যায় খাড়া ও খানিক হেলে পড়া। এরা কখন ও বেহেশতে প্রবেশ করবেনা এবং বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুগন্ধ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে।মুসলিম:৬৯৮৮

মা'বাদ ইবনে খালিদ .. হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দোযখবাসীদের সম্পর্কে বলব? সঙ্গীরা বলল, হ্যা বলুন! রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে সবলোক

ঝগড়াটে, কঠিন হৃদয়, কৃপণ, স্বার্থপর, লোভী এবং অহংকারী। মুসলিম:৬৯৮১

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তিন ধরনের লোকের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন, ১. মদপানকারী, ২. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, ৩. দাইয়ুস (নিজ স্ত্রী বা পরিবারের অধীনস্থ কোন নারীকে বেপর্দায় চলতে দেয় এবং পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়, বাধা প্রদান করার শক্তি থাকার পরও শরিয়ত বিরোধী অশ্লীলকাজে লিপ্ত হলে বাধা প্রদান করেনা, এমন ব্যক্তি দাইয়ুস)। মিশকাতুল মাসাবিহ: ৩০১৮

আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ হালাবী (র) ... ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শেষ যুগে এক শ্রেণীর লোক হবে,

যারা কবুতরের বুকের মত কালো খিযাব লাগাবে, তারা জান্নাতের ঘ্রানও পাবে না। সুনান নাসাঈ:৫০৭৬

জাহান্নামীদের সত্য উপলব্ধি

সেদিন জাহান্নামকে নিকটবর্তী করা হবে, তখন মানুষ স্মরন করবে, কিন্তু এই স্মরন তার কি কাজে আসবে? সে বলবে, হায়, আমি যদি পূর্বেই নিজ জীবনের জন্য (সৎকাজ) পাঠাতাম। সেদিন তার শাস্তির মত কেউ শাস্তি দিবে না এবং তারমত দৃঢ়বন্ধনে কেউ আবদ্ধ করবে না। সূরা বালাদ, আয়াত:২৩

তুমি মানুষকে সেই দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর শাস্তি আসবে, সেদিন সীমালংঘনকারীরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে

কিছুকালের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করবো। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন ধ্বংস নেই? সূরা ইব্রাহীম, আয়াত:৪৪

(হে রাসূল) যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার সামনে অবনত হয়ে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা দেখলাম ও শুনলাম, এখন আমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎ কাজ করব, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বাসী হয়েগেছি। আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করতাম কিন্ত আমার এই কথা অবশ্যই সত্য যে, আমি বহুজ্বিন ও মানুষকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ন করব। সূরা আস সিজদা, আয়াত:১১

বল, বিচারের দিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিশ্বাস তাদের কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে অবকাশ ও দেয়া হবে না। সূরা আহযাব, আয়াত:২৯

এদিন সত্য, কাজেই সে যেন তারপালনকর্তার নিকট আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নিকটতম শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করছি, সেদিন মানুষ তার হাতের অর্জিত কৃতকর্ম দেখবে এবং অবিশ্বাসীরা বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম। সূরা আননাবা, আয়াত:৩৯

সেখানে (জাহান্নামে) তারা আর্তনাদ করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে মুক্তি দাও, আমরা সৎকাজ করব এবং পূর্বে যা করতাম তা করবো না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে দীর্ঘ জীবন দেই নি, যে কেউ সতর্ক হতে চাইলে সে কি সতর্ক হতে

পারতো না? তোমাদের কাছে সতর্ককারী ও এসেছিল। কাজেই শাস্তি ভোগ কর, সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। সূরা ফাতির, আয়াত:৩৭

কোন জাহান্নামী শাস্তিভোগের পর মুক্তি পাবে?

মূসা ইবন ইসমাঈল (র) ... আবূসাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ যখন জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ বলবেন, যার অন্তকরনে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে বের কর। কয়লার মত হয়ে তারা জাহান্নাম থেকে ফিরে আসবে। এরপর নহরে হায়াত এর মাঝে তাদেরকে গোসল করানো হবে। এতে তারা এমন সজীব হয়ে

উঠবে যেমন নদী তীরে জমাট আবর্জনায় সজীব উদ্ভিদ গজিয়ে উঠে। বুখারী:৬১১৪

জাহান্নাম কার জন্য মুক্তির দোয়া করে?

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোক তিনবার জাহান্নাম হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা (আল্লাহুম্মা আযিরনা মিনান নার – হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই) করলে জাহান্নাম তখন বলে, হে আল্লাহ্! তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন। তিরমিযী:২৫৭২